ষষ্ঠ অধ্যায়

পাপের প্রকৃতি

(The Nature of Sin)

পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে আমরা পাপের উৎপত্তি এবং বিস্তার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছি। অর্থাৎ, পাপ কিভাবে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং তা কিভাবে দীর্ঘ সময় পার হয়ে আমাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে, সেই বিষয়ে আমরা শিক্ষালাভ করেছি। কিন্তু এই অধ্যায়ে আমরা পাপের বৈশিষ্ট ও বর্ণনা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করব।

পাপের প্রকৃত চরিত্র

ক) পাপের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই

তৃতীয় শতাব্দীর Manichaeism এবং ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান ঈশতত্ত্ববিদ Matthias Illyricus Flacius পাপকে মানুষের জীবনে দুর্ঘটনা (accident) নয়, কিন্তু মানুষের সত্তা **(essence)** বা সার (sunstance) হিসাবে বর্ণনা করেছে।

মণ্ডলীর ইতিহাসে অগস্টিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঈশতত্ত্ববিদ এই মতের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। আগস্টিন পাপকে উত্তমের হানি বা ক্ষতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পাপকে মানুষের অন্ধত্বের সহেগ তুলনা করা যেতে পারে। একটি মানুষ, যে পূর্বে দেখতে পারত, পাপে পতনের ফল-স্বরূপ সে অন্ধ হয়েছে, সে আর দেখতে পায় না। বা পাপকে আঘাতপ্রাপ্ত হতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হাত কোন কারণে আঘাত পেয়েছে, তাকে আবার সুস্থ করা সম্ভব। এই শিক্ষানুসারে, পাপের উপর জয়লাভ সম্ভব ছিল না। পাপ আমাদের সত্তার আবশ্যিক অংশ না হওয়ায় যীশুর পক্ষে মানুষের প্রকৃতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। সেই প্রকৃতি আমাতের প্রকৃতি থেকে পৃথক ছিল না, যদিও সেই প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাপশূন্য ছিল।

তাই পাপ আমাদের সত্তাকে পরিবর্তিত করতে পারেনি, কিন্তু আমাদের জীবনের দিক/গতিকে (direction) পরিবর্তিত করেছে। আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মানুষ সম্বন্ধে শিক্ষা করার সময় দেখেছি যে মানুষ পাপে পতনের পর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির গঠনগত দিককে ধরে থাকলেও কার্যগত দিককে হারিয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত এবং ঈশ্বর-গৌরবকারী ক্ষমতার মন্দ উপায়ে ব্যবহারকেই পাপ বলা হয়।

অর্থাৎ, পাপ কোন শারীরিক বিষয় নয়, কিন্তু নৈতিক বিষয়। পাপ সৃষ্টির সময় প্রদত্ত হয়নি, কিন্তু সৃষ্টির পরবর্তী সময়ে এসেছে; এ সুন্দরের বিকৃতি। তাই পাপকে উত্তমের হানি বা ক্ষতি বলার দ্বারা বা ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় অবাধ্যচরণ বলার দ্বারা পাপের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রকাশ করা হয়েছে।

খ) পাপ সর্বদা ঈশ্বর ও তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত

অনেকে ভুল করে পাপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিখুঁততা লাভে অক্ষমতাকে উল্লেখ করে থাকে। কিন্তু এই অক্ষমতা মানুষের চরিত্রের একটি স্বাভাবিক দিক। এর বিরুদ্ধে, শাস্ত্রানুসারে আমরা উল্লেখ করব যে, পাপ সর্বদা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙঘন। যদিও বাইবেলে অনেক আজ্ঞা আছে, তবুও বিশেষত পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তকে দশ আজ্ঞাকে মানুষের কাছ থেকে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলিকে 'আজ্ঞা' বলা হয়েছে। যদিও ঈশ্বর এই দশ আজ্ঞা সিনয় পর্বতে ইস্রায়েলের লোকদের প্রতি দিয়েছিলেন, তবুও অন্যান্য জাতির মানুষদের কাছে এ কখনও সম্পূর্ণভাবে বিদেশি ছিল না। রোমীয় ২: ১৪-১৬ এই যুক্তিকে সমর্থন করে বলে যে, "কেননা যে পরজাতিরা কোন ব্যবস্থা পায় নাই, তাহারা যখন স্বভাবত ব্যবস্থনুযায়ী আচরণ করে, তখন কোন ব্যবস্থা না পাইলেও আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই হয়; যেহেতুক তাহারা ব্যবস্থার কার্য আপন আপন হৃদয়ে লিখিত বলিয়া দেখায়, তাহাদের সংবেদও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়, এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয় তাহাদিগকে দোষী করে, না হয় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে - যেদিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রীস্ট দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকলের বিচার করিবেন।"

এখন, যারা কখনও বাইবেল দেখেনি, তাদের হৃদয়ে ব্যবস্থার কোন কার্য লিখিত থাকতে পারে? এখানে যাত্রা ২০ এবং দ্বি. বি. ৫ অধ্যায়ে উল্লেখিত দশ আজ্ঞাকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সেই একই বাইবেল থেকে আমরা আরও শিক্ষা পাই যে,

ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙঘনই পাপ। নিম্নলিখিত পদগুলি এ কথা প্রমাণ করে -

রোমীয় ৩: ২০ => ".... কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।"

রোমীয় ৭: ৭ => "... পাপ কি, তাহা জানিতাম না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জানিয়াছি।"

যাকোব ২: ৯ => ".... ব্যবস্থা দ্বারা আজ্ঞালঙঘী বলিয়া দোষীকৃত হইতেছ।"

১ম যোহন ৩: ৪ => "যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থা লঙঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙঘনই পাপ।"

তাই সকল পাপই শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ। এইজন্য প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপকে দাউদ তাঁর ৫১ গীতের ৪ পদে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ বলেছেন। দাউদ বাথশেবা ও উরিয়ার বিরুদ্ধে মারাত্মক পাপ করেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে পাপ স্বীকার করতে গিয়ে, তিনি এমন কথা বলেছেন, "তোমার বিরুদ্ধে , কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি, তোমার দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, তাহাই করিয়াছি।" এর অর্থ এই নয় যে, দাউদ তাঁর পাপ-স্বীকারে মানুষের বিরুদ্ধে পাপকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর গভীর অনুতাপে উপলব্ধি করেছেন যে, সকল পাপ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ। আমাদের আদি পিতা-মাতার পাপ ছিল ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ, ঠিক একইভাবে তার পরবর্তী সকল পাপও ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙঘন।

তাই পাপ প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরকে বাধাদান, ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ, যার মূলে আছে ঈশ্বরঘৃণা। রোমীয় ৮: ৭ পদ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু পাপ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের শুধুমাত্র ব্যবস্থা বা আজ্ঞার প্রেক্ষিতে একে দেখলে হবে না - সুসমাচারের প্রেক্ষিতেও দেখতে হবে। সুসমাচার - আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য যীশু খ্রীস্টের কার্য সম্বন্ধে আনন্দ সংবাদ - আমাদের একান্ত প্রয়োজন কারণ আমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙঘন করেছি। আমরা আমাদের পাপের ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারি যখন আমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য যীশু খ্রীস্টের আত্ম-দানকে স্মরণ করি, যে কালভেরী থেকে তিনি উচ্চনাদে কেঁদে বলেছিলেন, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিলে" (মথি ২৭: ৪৬)। খ্রীস্টের ক্রুশে আমাদের পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশের দ্বারা আমাদের পাপের বিশালতাকে দেখানো হয়েছে (২য় করি. ৫: ২১)। সুসমাচার অবশ্য শুধুমাত্র আমাদের পাপের গভীরতা সম্বন্ধে বলে না, এ আমাদের অনুতাপের আহ্বানের দ্বারা সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবার পথকে ঘোষণা করে।

গ) শাস্ত্র 'হৃদয়কে' পাপের উৎসস্থল বলে

বাইবেল মানুষের হৃদয়কে কোন ব্যক্তির অন্তরতম প্রদেশ বলা হয়েছে। একে চিন্তার, অনুভূতির, ও ইচ্ছার যন্ত্র হিসাবে বা আমাদের সকল কার্যের কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর বাইবেলে এই হৃদয়কে সকল পাপের উৎসস্থল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ পাপের উৎসস্থল শরীর বা মানুষের বিভিন্ন ক্ষমতা নয়, কিন্তু তার সমস্ত সত্তার কেন্দ্র বা হৃদয়। পাপ যেহেতু জীবনের উৎসস্থলকে বিষাক্ত করেছে, সেইহেতু জীবনের সকল বিষয় এর দ্বারা আক্রান্ত হতে বাধ্য (হিতোপদেশ ৪: ২৩; যিরমিয় ১৭: ৯; মথি ১৫: ১৯; লুক ৬: ৪৫ খ)।

ঘ) চিন্তা কার্য, উভয়েই পাপের অন্তর্ভুক্ত

মানুষের আইন অনুসারে চিন্তাকে পাপ হিসাবে ধরা হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের আইন বা ব্যবস্থা এর অনেক গভীরে যায়। বাক্য ও কার্যের ন্যায় চিন্তাও যে একইভাবে পাপ, তা প্রতিবেশীর দ্রব্যে লোভকে নিষেধ করার দ্বারা বোঝা যায়। তাই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি এমন ব্যভিচারের চিন্তাকেও যীশু পাপ বলেছেন (মথি ৫: ২৮)। পৌল তাই 'মাংসের অভিলাষের' কথা বলেছেন (গালাতীয় ৫: ১৬, ১৭, ২৪)। এখানে 'মাংসের' অর্থ পাপের দাসত্বে আবদ্ধ মানুষের সম্পূর্ণ প্রকৃতি।

ঙ) অপরাধ এবং দূষণ, উভয়ই পাপের অন্তর্ভুক্ত

পূর্বে আমরা প্রাথমিক অপরাধ ও প্রাথমিক দূষণের বিষয় শিখেছি। এখন শুধুমাত্র প্রাথমিক পাপ নয় কিন্তু বাস্তবিক পাপেরও দুটি দিক অপরাধ ও দূষণ। প্রাথমিক পাপের দূষণ বাস্তবিক পাপকেও এর সাথে জড়িত করে। বাস্তবিক পাপ যে শুধুমাত্র প্রাথমিক দূষণ থেকে অঙ্কুরিত হয়, এমন নয়, কিন্তু তা ঐ দূষণকে ঘনীভূত করে। পাপপূর্ণ কার্য প্রায়ই পাপপূর্ণ অভ্যাসে রূপান্তিরত হয়, এবং পাপপূর্ণ অভ্যাস শেষ পর্যন্ত পাপময় জীবনকে জন্ম দিতে পারে। তাই আগস্টিন এমন কথা বলেছেন, প্রাথমিক পাপের সঙ্গে জড়িত দূষণ একাধারে পাপের মাতা ও কন্যা।

অপরাধও বাস্তবিক পাপের একটি দিক। অপরাধের অর্থ, ব্যবস্থা লঙঘনের ফলে দণ্ডাজ্ঞার অধীন হওয়া বা শাস্তি পাবার যোগ্য পরিস্থিতি। উদাহরণ স্বরূপ, প্রভুর প্রার্থনার পঞ্চম বিনতিতে, আমাদের প্রভু এই বলে আমাদের প্রার্থনা করতে বলেছেন, "আমাদের

অপরাধসকল ক্ষমা কর" (মথি ৬: ১২)। পৌলও বলেছেন, "ব্যবস্থা যাহা কিছু বলে, তাহা ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে বলে; যেন প্রত্যেক মুখ বদ্ধ ও সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের বিচারের অধীন হয়।" (রোমীয় ৩: ১৯)। আবার রোমীয় ১: ১৮ পদে পৌল আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে, যাহারা অধার্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে।"

চ) পাপ সকল গর্বের মূল

আমরা পাপে পতনের বিবরণে পূর্বেই লক্ষ করেছি যে আদিপুস্তক ৩: ৫ পদের কথার দ্বারা সর্প নারীর হৃদয়ে গর্বকে জন্ম দিয়েছিল। আমরা আরও দেখেছি যে, স্বর্গদূতদের পতনের মূলেও গর্ব ছিল। এই সত্য মানুষ আমাদের জীবনে আজও একইভাবে প্রযোজ্য।

ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্বীকার অনীহা এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন সকল পাপের মূল। অর্থাৎ পাপ মূলত স্বার্থ চেষ্টা : ঈশ্বরের পথের পরিবর্তে নিজেদের পথে বিভিন্ন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা।

ছ) পাপ সাধারণত মুখোশ পরে থাকে

এটি পাপের অন্যতম প্রধান ভয়ঙ্কর বৈশিষ্ট। পাপ আমাদের জীবনের একটি ধবংসাত্মক দিক, তবু আমরা অনেকে পাপকে উপলব্ধি করতে পারি না। এই বিষয়ে আমরা তিনটি বিষয় দেখতে পাই:

(১) পাপ প্রায় সর্বদা "কোন ভাল কারণের" জন্য সাধিত হয়। হবা নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিল, কারণ সে ভেবেছিল এর দ্বারা সে আরও বেশি ঈশ্বরের ন্যায় হবে। একজন চোর চুরি করে কারণ সে ভাবে যে সেই অর্থ অর্থের মালিকের চেয়ে তার প্রয়োজন আরও বেশি। এবং কেবলমাত্র এর দ্বারা ধনী দরিদ্রের উন্নয়ন করতে পারে। একজন হত্যাকারী মনে করে যে হত ব্যক্তি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। আবার একজন ব্যভিচারের কার্যকে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিকে সঙ্গদান হিসাবে মনে করে।

যেহেতু আমরা যুক্তি-শক্তির অধিকারী, আমরা সর্বদা আমাদের কার্যের পিছনে যুক্তিকে খুঁজতে চাই। কিন্তু পাপ করার সময় যে আমরা সর্বদা সত্য যুক্তিকে খুঁজি, তা নয়। মনস্তত্ত্ববিদেরা এই বিষয়কে "যুক্তি-প্রয়োগ (Rationalization)" বলে থাকেন। এর অর্থ, অনেক কাজ আছে যেগুলি আমরা জানি আমাদের করা উচিত নয়, তবুও আমরা করতে চাই, আর সেই সকল কাজ করার পর আমরা সর্বদা বিভিন্ন মিথ্যা যুক্তি আবিষ্কার করতে আগ্রহী হই।

(২) আমরা প্রায়ই আমাদের নিজেদের পাপকে চিহ্নিত করতে পারি না। আমরা খুব পরিষ্কারভাবে অপরের পাপকে দেখতে পাই, কিন্তু নিজেদের পাপকে দেখতে পাই না। দাউদ তাঁর ১৯ গীতের ১২ পদে প্রার্থনা করেছিলেন, "ভ্রান্তির কার্যসকল কে বুঝিতে পারে? তুমি গুপ্ত দোষ হইতে আমাকে পরিষ্কার কর।" মোশী গীত ৯০: ৮ পদে স্বীকার করেছেন, "তুমি রাখিয়াছ আমাদের অপরাধ সকল তোমার সাক্ষাতে, আমাদের গুপ্ত বিষয় সকল তোমার মুখের দীপ্তিতে।" যীশুও এই বিষয়ে বলেছিলেন, "তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে কড়িকাঠ আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?" (মথি ৭: ৩)। একজন এমন কথা বলেছেন, আমাদের নিজেদের পাপ আমাদের পিছনে আটকানো কাগজে লেখা আছে, আমরা তা দেখতে পাই না।

(৩) আমরা প্রায়ই আমাদের পাপকে ঢাকা দিতে চাই। নাথন ভাববাদীর সামনে দাউদের আচরণ এই বিষয়কে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে (২য় শমূয়েল ১২: ১-১৫)। নাথনের কাছে পাপ স্বীকার করার পূর্ব পর্যন্ত অপরাধী দাউদ নিজের পাপকে ঢেকে রেখেছিলেন। গূত ৩২: ৩-৪ পদে এই পাপ ঢেকে রাখার সময় দাউদের মনের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। যীশুর দৃষ্টান্তে ফরিশী নিজের ভণ্ডামীকে দেখতে না পেয়ে, এমন প্রার্থনা করেছিল, "হে ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে, আমি অন্য সকল লোকের - উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যভিচারীদের - মত কিংবা ঐ করগ্রাহীর মত নহি" (লুক ১৮: ১১)।

২। বাইবেলে উল্লখিত পাপের জন্য বিভিন্ন শব্দ

বাইবেলে উল্লিখিত পাপের বিভিন্ন শব্দের পর্যালোচনার দ্বারা আমরা পাপের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারি। পাপের জন্য পুরাতন নিয়মে সর্বাধিক বেশি ব্যবহৃত শব্দটি হল 'chattath'। প্রাথমিকভাবে এর অর্থ 'নির্দিষ্ট মান থেকে পদস্খলন (to miss the mark)'। অর্থাৎ ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষিত মানে তাঁর সন্তান-সন্ততিদের জীবন-যাপনে ব্যর্থতার আর এক নাম 'পাপ'। সহজকথায়, 'chattath' শব্দের দ্বারা পাপের অর্থ - ঈশ্বরে যে উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য পূরণে আমাদের ব্যর্থতা। পুরাতন নিয়মে আর যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি হল, awon (iniquity or guilt); pesha

(rebelion, revolt, refusal to be subject to authority); abhar (transgression); resha (wickedness or ungodiness); ra (evil or wickedness); maal (trespass or act of treachery); amd awen (idolatry, vanity)।

নতুন নিয়মে পাপের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ব্যবহৃত শব্দটি হল 'hamartia', যা হিব্রু 'chattath' শব্দের গ্রীক রূপ। নতুন নিয়মের বিষয়বস্তুতে যার অর্থ, 'ঈশ্বরের গৌরবে হানিসাধন' (রোমীয় ৩: ২৩)। এছাড়াও যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি হল - anomia (lawlessness or breaking of the law); paraptoma (to fall aside, false step); parabasis (overstep, stepping over the boundary or what is right); asebeia (godlessness or impiety); parakoe and adikia (unrighteousness, injustice, wrongdiong)।

২। পাপের প্রকারভেদ (Types of Sin)

ঈশ্বরের আজ্ঞার বিবিন্নতার ন্যায় পাপেরও বিভিন্ন প্রকার আছে। পাপকে যদিও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, কেবলমাত্র কয়েকটি বিভাগকে দেখব।

প্রাচীন মণ্ডলীর ইতিহাসে (Monasticism এর সময়) ৭টি পাপকে মৃত্যুজনক পাপ বলা হত। অন্য সকল পাপের মূলে এই ৭টি পাপ আছে : ১) গর্ব (Pride), ২) লোভ (Covetousness), ৩) মন্দ কামনা (Lust), ৪) শত্রুতা (Envy), ৫) উদরসর্বস্বতা বা মদ্যপান (Gluttony), ৬) ক্রোধ (Anger), ৭) আলস্য (Sloth)।

অন্যান্য যে সকল পদ্ধতিতে পাপের প্রকারভেদ করা হয়ে থাকে, সেগুলি হল:

ক) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ, প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপ, নিজের বিরুদ্ধে পাপ।

খ) চিন্তার (Thought) দ্বারা পাপ, বাক্যের (Word) দ্বারা পাপ, ও কার্য্যের (Deed) দ্বারা পাপ।

গ) যে পাপের মূলে আছে মাংসের অভিলাষ (Lust of the flesh), চক্ষুর অভিলাষ (Lust of eyes), এবং জীবিকার দর্প (Pride of life) (১ম যোহন ২: ১৬)।

ঘ) এ ছাড়াও দুর্বলতাবশত পাপ ও অজ্ঞতাবশত পাপ; খোলা পাপ ও গোপন পাপ; ব্যক্তিগত পাপ ও সর্বসম্মত পাপ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

৩। পাপের মান নির্ণয় (Gradation of Sin)

সকল প্রকার পাপ ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে এবং তা অপরাধ। অবশ্য সকল পাপ গুরুতর নয়। কোন পাপ কতখানি গুরুতর, সেই বিষয়ে পাপের মান নির্ণয় করা যেতে পারে।

রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীতে Mortal & Venial Sin এই দুই প্রকার পাপের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পাওয়া যায়। Tertullian এবং Augustine- এর মত লোকেরা এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। রোমীয় মণ্ডলীতে এখনও পর্যন্ত পাপক্ষমা লাভে এই চিন্তা একই ভাবে কাজ করে চলেছে।

I. প্রাণঘাতী পাপ (Moral Sin) => এর অর্থ, ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যাওয়া, যা আত্মার পরিত্রাণের অনুগ্রহকে বিনষ্ট করে- অর্থাৎ এ পাপীকে পরিত্রাণের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করে এবং আত্মার মৃত্যু আনয়ন করে।

II. মার্জনীয় পাপ (Venial Sin) => এ পরিত্রাণের অনুগ্রকে বিনষ্ট করার মত বিপজ্জনক বা মারাত্মক পাপ নয়। সোজা কথায় এ আমাদের আত্মাকে অসুস্থ করে, কিন্তু আত্মার মৃত্যু আনয়ন করে না। যখন কোন রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসী পাপ স্বীকারার্থে ধর্মপিতার কাছে যায় তখন মৃত্যুজনক পাপ অবশ্যই স্বীকার করে পাপ ক্ষমা লাভ করতে হয়। রোমান ক্যাথলিক চিন্তাধারায় যদি কেউ প্রাণঘাতী পাপ স্বীকার না করে মারা যায়, তবে তার আত্মা বিনষ্ট হবে। মার্জনীয় পাপের দ্বারা যদিও পরিত্রাণ বিনষ্ট হয় না, তবুও মৃত্যুর পূর্বে তা স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়।

রোমান ক্যাথলিক চিন্তাধারায় এই প্রকার পাপের মান নির্ণয় সম্পূর্ণ বাইবেল বহির্ভূত। বাইবেল কখনোই এই ভাবে পাপ সম্বন্ধীয় মান নির্ণয়কে অনুমোদন করে না। ক্যালভিন পরিষ্কারভাবে এই রোমীয় মণ্ডলীর চিন্তাধারাকে খণ্ডন করেন, কারণ গালাতীয় ৩: ১০ পদে পৌল ২য় বিবরণ ২৭: ২৬ পদকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, "যাহারা ব্যবস্থার ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, 'যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত।" এ যদি সত্য হয়, আমরা কিভাবে কোন পাপকে শাপগ্রস্ত না হওয়ার পাপ হিসাবে ধরতে পারি? যাকোব আমাদের আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয়ে উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী

হইয়াছে।"

উপরের প্রাণঘাতী ও মার্জনীয় - পাপের এই দুই প্রকারভেদকে যদিও আমরা গ্রহণ করতে পারি না, কিন্তু গুরুত্ব অনুসারে পাপকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব।

ক) আত্মার পাপ ও মাংসের পাপ

আগস্টিনের কথানুসারে পাপের মূল গর্ব। তাই এই গর্বকে তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে প্রকাশ করেছেন- এই কারণে এই পাপ শারীরিক পাপের (যেমন ব্যভিচার) থেকে বেশি গুরুতর।

C. S. Lewis ও এই বিষয়ে এমন কথা বলেছেন, "দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাপ অবশ্যই মন্দ, কিন্তু সব থেকে মারাত্মক পাপ আত্মাতে সাধিত হয়ে থাকে (অন্যদের প্রতি ভুল বিচার, পিছন থেকে আঘাত করা, ধ্বংসাত্মক মনোভাব ইত্যাদি)। তাই প্রতি সপ্তাহে মণ্ডলীতে যোগদানকারী স্বার্থপর আত্ম-ধার্মিক ব্যক্তি একজন ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের থেকেও নরকের বেশি কাছে থাকতে পারে। অবশ্য দুই প্রকার মানুষ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" বাইবেলও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়- রোমীয় ১: ২৪-৩২ পদে উল্লিখিত মানুষ যারা ঈশ্বরকে জেনেও তাঁর গৌরব করেনি বা ধন্যবাদ জানায়নি, তাদের ঈশ্বর বিভিন্ন রিপুর বশে সমর্পন করেছেন। মথি ২১: ৩১-৩২ পদে যীশু, জেনেশুনে যীশুকে বর্জনকারী ফরিশীদের পাপকে করগ্রাহী বা ব্যভিচারীদের থেকেও মারাত্মক বলেছেন।

খ) পাপীর জ্ঞান অনুসারে পাপের প্রকার ভেদ

পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়ই শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা জেনেও তার বিরুদ্ধাচরণের পাপ ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আজ্ঞা না জেনে পাপের থেকে বেশি মারাত্মক। পুরাতন নিয়মে তাই ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধিকারী ইস্রায়েল জাতির পাপকে ভীষণভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, ২য় বিবরণ ২৯: ২০-২১; যিরমিয় ১১: ৬-৮; আমোষ ৩: ২, ইত্যাদি।

নতুন নিয়মেও একইভাবে পাপ করার সময় সেই পাপ সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর পাপের মান নির্ণয় করা হয়েছে, লুক ১২: ৪৭-৪৮, মথি ১০: ১৫। যোহন ১৯: ১১ পদে পিলাতের প্রতি যীশুর উক্তি কায়াফাকে নির্দেশ করেছে, যিনি খ্রীস্ট ও তাঁর কার্যের বিষয়ে পিলাতের থেকে বেশি জানত, কিন্তু যীশুকে পিলাতের হাতে তুলে দিয়ে বেশি অপরাধী হয়েছিল। ১ম তীম. ১: ১৩ পদে পৌলও জ্ঞান ও পাপের গভীরতা সম্বন্ধে বলেছেন।

গ) ইচ্ছা ও অনিচ্ছার পাপ

পুরাতন নিয়মে ইচ্ছা সহকারে পাপের সঙ্গে অনিচ্ছা সত্বেও পাপের তুলনা করে। গণনা ১৫: ২৭-২৯ পদে প্রমাদবশত পাপকারীর জন্য পাপার্থক বলির কথা বললেও, ৩০ পদে ঊর্ধ্বহস্তে পাপকারীর (ইচ্ছাসহ) উচ্ছিন্নতার কথা বলে। একইভাবে গণনা ৩৫: ১১-১২ পদের সাথে ২০-২১ পদের তুলনায় এই বিষয় দেখতে পাওয়া যায়।

ঘ) একজন ব্যক্তি পাপের কাছে কতখানি নতিস্বীকার করে, তার উপর পাপের প্রকারভেদ

কামভাবে দৃষ্টিপাত অবশ্য পাপ কিন্তু একে প্রশয় দিয়ে ব্যভিচারের কার্যকে সম্পাদন বেশি গুরুতর পাপ (মথি ৫: ২৮)।

৪। ক্ষমার অযোগ্য পাপ (Unpardonable Sin)

যদিও সকল পাপই ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে তবুও আমরা বাইবেলে ক্ষমার অযোগ্য এক প্রকার পাপের উল্লেখ পাই। এই পাপ ক্ষমার অযোগ্য, তার মানে এই নয় যে, এই পাপ এত বড় যে ঈশ্বরের পক্ষে তা ক্ষমা করা অসম্ভব। কিন্তু এই পাপ ক্ষমার অযোগ্য, কারণ- এই পাপ এমন প্রকৃতির যে, এই পাপ করার পর অনুতাপের কোন সম্ভাবনা থাকে না। অর্থাৎ, অনুতাপ ও স্বীকার না করাই এই পাপের প্রকৃতি। শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ থেকে আমরা এই পাপের বিষয় শিক্ষা লাভ করব।

ক। মার্ক ৩হু ২৮-৩০

একই কথা মথি ১২: ৩১-৩২, লুক ১২: ১০ পদে বলা হয়েছে। মথি লিখিত সুসমাচার অনুসারে ভূতগ্রস্ত একটি অন্ধ গোঁগাকে যীশু সুস্থ করেছিলেন। ফরীশীরা যখন এই কথা শুনল তখন তারা ভূতগণের অধিপতি বেলসবূলের দ্বারা যীশু এই কার্য করেছেন বলে মন্তব্য করল। যীশু তখন স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তিনি এই কাজ পবিত্র-আত্মার শক্তিতে সাধন করেছেন এবং এর দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য যে তাদের উপর এসেছে তা প্রমাণ করেছে (মথি ১২: ২৮-৩০)। মার্ক ৩: ২৮ পদে যীশু এই প্রকার কার্যকে ঈশ্বর নিন্দা (blasphemy) বলেছেন। এখন ঈশ্বরনিন্দা শব্দের অর্থ ঈশ্বরকে অপমানিত করা বা ঈশ্বরের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। তা হলে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দাকার্যের প্রকৃতি কি? যীশুর উত্তর থেকে এ কথা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট যে, ফরিশীরা এই ঈশ্বরনিন্দার কাজ তাদের কথার দ্বারা করেছে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে যীশু যে

কার্য করেছিলেন, ফরিশীরা সেই কার্যকে শয়তানের কার্য রূপে প্রকাশ করেছে। মার্ক ৩: ৩০ পদে 'উহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছে' - এই কথা ফরীশীরা বারংবার যীশুর উদ্দেশে ব্যবহার করেছে। সুতরাং এই পাপ যে তারা অজ্ঞানতাবশত করেছিল তা নয়। যীশু যদিও এই কার্যকে পবিত্র আত্মার কার্য হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন, তবুও ফরীশীরা ইচ্ছাকৃত ভাবে জেনে-শুনে বারংবার এই কার্যকে দিয়াবনের কার্য হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। যীশুর বাক্য অনুসারে যে ব্যক্তি এমন কার্য করে সে অনন্ত পাপের দায়ী (মার্ক ৩: ২৯)। সমস্ত বাইবেলের মধ্যে কেবল এই স্থানে এমন (অনন্ত পাপের দায়ী) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনন্ত পাপের ক্ষমা পাওয়া অসম্ভ ব।

খ। ১ যোহন ৫ঃ ১৬

এক অর্থে সকল প্রকার পাপের বেতন মৃত্যু (রোমীয় ৬: ২৩;যাকোব ১: ১৫)। কিন্তু আমরা যখন আমাদের পাপ অনুতাপ সহকারে স্বীকার করি, বিশ্বস্ত ও ধার্মিক ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন (১ম যোহন ১: ৯)। কিন্তু ১ম যোহন ৫: ১৬ পদে, যোহন কেন এক প্রকার পাপকে 'মৃত্যুজনক পাপ' এবং এই পাপের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, বলেছেন? John Stott- এর মতানুসারে, ১ম যোহন ৫: ১৬ পদে সুসমাচারে উল্লিখিত পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ বা ঈশ্বরনিন্দাজনক পাপের বিষয় বলা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ এই প্রকার পাপ দ্বিতীয় মৃত্যু, অর্থাৎ জীবন পুস্তকে উল্লিখিত নেই এমন ব্যক্তিদের জন্য যে মৃত্যু, সেই মৃত্যু আনয়ণকারী পাপ হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে (প্রকা. ২০: ১৫, ২১: ৮)।

যদি কোন ব্যক্তি এমন পাপ করে, ঈশ্বর কখনোই তাঁর প্রার্থনার উত্তরে তাকে পাপ ক্ষমা বা অনন্ত জীবন দিতে পারেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তি এমন পাপ করেছে কিনা সেই বিষয় আমরা নিশ্চি ত হতে পারি না। সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মরণশীল মানুষ আমরা, আত্মা ঐ প্রকার অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে কি না, সেই বিষয় নিশ্চি ত হতে পারি না। তাই পাপের জন্য সর্বদা তাঁর কাছে আমাদের বিনতি জানানো উচিত।

গ। ইব্রীয় ৬ঃ ৪-৬

এই পদে উল্লিখিত ব্যক্তিরা পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করেছে এবং পবিত্র আত্মার বিভিন্ন কার্যের অভিজ্ঞতা বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করার পরে পতিত হয়েছে। লেখকের কথানুসারে, এই প্রকার লোকেরা পরিত্রাণার্থে আবার অনুতাপ করতে পারে না। ৬ পদের শেষ অংশে 'পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে দেয়' -------- এই কথার অর্থ, এই প্রকার লোকেরা বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গিয়ে খ্রীস্টের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। এই অর্থে এই সকল লোকদেরকে মার্ক ৩: ২৯ পদে উল্লিখিত ফরীশীদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেহেতু, এই প্রকার লোকেরা তাদের এই পাপের জন্য পুনরায় অনুতাপ করতে পারে না, সেইহেতু এদের পাপকে ক্ষমার অযোগ্য পাপ হিসাবে বলা যেতে পারে।

ঘ) ইব্রীয় ১০ঃ ২৬-২৯

২৬ পদ অনুসারে সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাবার পর যদি পুনরায় স্বেচ্ছায় পাপ করি তবে সেই পাপের জন্য কোন বলি অবশিষ্ট থাকে না। এখানে স্বেচ্ছায় এই পাপকার্য সাধনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। "আর কোন যজ্ঞ অবশিষ্ট থাকে না" - এর দ্বারা পুরাতন নিয়মের ভাষায় এই পাপের ক্ষমার অসম্ভ বতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

এখানে খুবই স্পষ্ট ভাষায় এই পাপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনা অনুসারে, যে ব্যক্তি এই পাপ করেছে সে ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলিত করেছে, নিয়মের রক্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে এবং অনুগ্রহের আত্মাকে অপমানিত করেছে। অর্থাৎ এই কথার দ্বারা এখানেও ক্ষমার অযোগ্য পাপের কথা বলা হয়েছে।

উপরের চারটি অংশ থেকে আমরা শেষ কথা বলতে পারি যে,

অ) ক্ষমার অযোগ্য পাপ সন্দেহের মত নয়, কারণ এই পাপ যীশু খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের প্রকাশ সম্বন্ধে সত্যকে স্বেচ্ছায় অস্বীকার করে এবং ঈশ্বরনিন্দা বা পবিত্র বিষয় সমূহকে তুচ্ছ করে।

আ) এ ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্বন্ধীয় প্রকাশ, পবিত্র আত্মার কার্য এবং পরিত্রাণের রস আস্বাদন কার্য করেছে এমন ব্যক্তিদের দ্বারাই সাধিত হয়। অর্থাৎ পরিত্রাণের সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তিদের দ্বারা এই পাপ সাধিত হয় না।

ই) এ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে দূরে সরে যাওয়া। ক্যালভিন তাই একে, আমাদের মধ্যে বসবাসকারী পবিত্র-আত্মার আলোকে নিভিয়ে দেওয়া, বা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আলোকে অন্ধকারে রূপান্তরিত করা, বা পরিত্রাণের ঔষধকে বিষে রূপান্তরিত করা, হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ঈ) এই পাপ করার পর অনুতাপের কোন সম্ভাবনা থাকে না, ফলস্বরূপ এই পাপ ক্ষমার অযোগ্য। অর্থাৎ যখন কোন পাপী এই পাপ করে তখন সে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে, পিছনে ফিরবার আর কোন উপায় থাকে না। সোজা কথায় এই

পাপ নিজের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষমার অযোগ্য।

ঊ) পরিশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যদি কোন ব্যক্তি এমন পাপ করেছে বলে ভয় পায় বা বিবেক দংশন অনুভব করে, তাহলে হয়ত সে বাস্তবিক এমন পাপ করেনি। কারণ সে যদি সত্যি করে এমন পাপ করত, তা হলে এই প্রকার ভয় বা বিবেকদংশন সে অনুভব করতে পারত না। কারণ, ক্ষমার অযোগ্য পাপের দ্বারা এমন অনুভূতি অসম্ভব।